বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি ভবন
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
(বীজ বিতরণ বিভাগ)

কৃষিই সমৃদ্ধি

স্মারক নং ঃ- ১২.১৭৫.০৩৫.০১.০৬.০০৬.২০১০-১৮/৬৬৮ তারিখঃ ০৫ ফাল্গুন ১৪২৪ / ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বরাবর
উপপরিচালক (বীজ বিপণন)
বিএডিসি, ... (সকল)।

বিষয় ঃ ২০১৮-১৯ মৌসুমে ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির দেশি পাটবীজের অঞ্চলওয়ারি বরাদ্দসূচি।

পাট বীজ বিভাগ হতে ২০১৮-১৯ উৎপাদন বর্ষে বিভিন্ন জাতের ভিত্তি শ্রেণির ২০.২১০ মে.টন, প্রত্যায়িত শ্রেণির ২৪৬.৯২৩ মে.টন সহ মোট ২৬৭.১৩৩ মে.টন দেশি পাটবীজের মজুদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পাটবীজ বীজ উৎপাদন কর্মসূচির জন্য ৬.০০ মে.টন পাটবীজ সংরক্ষিত রেখে অবশিষ্ট ২৬১.১৩৩ মে.টন পাটবীজ চলতি ২০১৮-১৯ বিতরণ বর্ষের খরিপ-১/২০১৯-২০ মৌসুমে বিতরণের জন্য অঞ্চলওয়ারি জাতভিত্তিক বরাদ্দসূচি জারি করা হলো (সংযুক্ত পরিশিষ্ট-ক)। কর্মসূচি প্রণয়নের সময় নিম্নেবর্ণিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ঃ

ক) অঞ্চলওয়ারি আবাদের আওতায় জমির পরিমাণ ও বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা।
খ) জাতভিত্তিক গুণাবলি ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চলওয়ারি আবাদের উপযোগিতা ও নিবিড়তা।
গ) বিগত বছরগুলোতে অঞ্চলওয়ারি বীজ বিক্রয়ের গতিধারা।
ঘ) বীবি অঞ্চলের উপপরিচালক (বীজ বিপণন) এর নিকট হতে প্রাপ্ত চাহিদা।
ঙ) বীজের মজুদ এবং প্রাপ্যতা।

২। এই কর্মসূচি পাওয়ার পর উপপরিচালক (বীজ বিপণন) যুগ্মপরিচালক (বীজ বিপণন), জেলা প্রশাসক, উপপরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ) ও জেলা পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে উপরের 'ক' থেকে 'ঙ'-এ বর্ণিত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে অঞ্চলাধীন উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন এবং জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটিকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

৩। পাট বীজ বিভাগকে কর্মসূচি মোতাবেক সকল জাতের দেশি পাটবীজ ২৫/০২/২০১৯ তারিখের মধ্যে আঞ্চলিক বীজ বিক্রয় কেন্দ্রে পৌছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। প্রেরণকারী কর্মকর্তা উপপরিচালক (বীজ বিপণন) এর সঙ্গে যোগাযোগ করে পাট বীজ প্রেরণ করবেন যাতে বীজ সংরক্ষণ ও বিক্রির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়।

৪। অঞ্চলে পাট বীজ প্রাপ্তির সাথে সাথে উপপরিচালক (বীজ বিপণন) ২৮/০২/২০১৯ তারিখের মধ্যে বিক্রয়কেন্দ্রে বীজ পৌছানো এবং প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

৫। সিনিয়র সহকারী পরিচালক/উপসহকারী পরিচালক (বীজ বিপণন) বরাদ্দ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে বরাদ্দের পরিমাণ জানাবেন।

৬। বীজ বিক্রয় শুরু করার পূর্বে উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ/পাট অধিদপ্তরের বীজের বিশেষ কোন চাহিদা যদি থাকে তা অঞ্চলের বরাদ্দ হতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য কোন বীজ ধরে রাখা যাবেনা এবং সদর দপ্তরের নির্দেশ ব্যতীত কোন বীজ ধারে বা বাকিতে সরবরাহ/বিক্রয় করা যাবেনা।

৭। বীজ **"আগে আসলে আগে পাবেন"** ভিত্তিতে আঞ্চলিক বীজ বিক্রয়কেন্দ্র হতে বীজ ডিলার এবং জেলা/উপজেলা বীজ বিক্রয়কেন্দ্র হতে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।

৮। যে সকল বীজ ডিলার বীজ বরাদ্দ পেয়ে বীজ ক্রয় করবেন তাদের নাম, ঠিকানা, পরিমাণ উল্লেখ করে বিদ্যমান পদ্ধতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার, জেলার সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ) এবং জেলা প্রশাসক'কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে এবং অনুলিপি অবগতির জন্য নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯। বীজের বস্তা বীজ বিক্রয়কেন্দ্র ত্যাগের পূর্বে খুলে প্যাকেট সংখ্যা দেখে নেয়ার জন্য ক্রেতাগণকে পরামর্শ দিতে হবে। বিক্রয় কেন্দ্র হতে বীজ সরবরাহ নেয়ার পর ক্রয়কৃত বীজ সম্পর্কে কোন অভিযোগ গ্রহণ যোগ্য হবে না।

১০। বীজ বিক্রির অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করে বীজ বিক্রয় কেন্দ্রে বরাদ্দের বীজ পাঠাতে হবে যাতে প্রেরিত বীজ ফেরৎ আনতে না হয়।

১১। উপপরিচালক (বীজ বিপণন) সরবরাহকারী বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের উপপরিচালক (পাট বীজ) এর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে সময়মত বীজ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করবেন। প্রাপ্ত বীজ যথাযথভাবে মজুদভুক্তি এবং তার প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি অনতিবিলম্বে সরবরাহকারী দপ্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

১২। উপপরিচালক (বীজ বিপণন) মৌসুমের মধ্যে সমুদয় দেশি পাটবীজ বিক্রির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন যাতে কোন বীজ অবিক্রিত না থাকে। বীজ বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনকালে নিয়মিত মজুদ ও বিক্রয় অগ্রগতি প্রত্যক্ষপূর্বক বিক্রয়লব্ধ অর্থ সংস্থার ব্যাংক হিসাবে জমাদান এবং সদর দপ্তরে যথাসময়ে স্থানান্তরের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন যাতে কোনপ্রকার আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত না হয়।

১৩। যুগ্মপরিচালক (বীজ বিপণন) তাঁর আওতাধীন অঞ্চলসমূহে বীজের বিক্রয় অগ্রগতি ও চাহিদা প্রত্যক্ষ করে কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ)এর সাথে পরামর্শক্রমে অঞ্চলে বরাদ্দকৃত বীজের আন্তঃঅঞ্চল বরাদ্দ সমন্বয় এবং পুনর্বিন্যাস করতে পারবেন। কোন অবস্থাতেই মৌসুমে একবার বীজ প্রত্যাহৃত অঞ্চলে পুনরায় বীজ বরাদ্দ এবং প্রেরণ করা যাবে না। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ)এর অনুমোদনক্রমে প্রত্যাহৃত অঞ্চলে বীজের মজুদ সাপেক্ষে পুনঃবরাদ্দ করা যেতে পারে।

১৪। যুগ্মপরিচালক (বীজ বিপণন) তাঁর আওতাধীন অঞ্চলসমূহে মৌসুমের মধ্যেই বরাদ্দকৃত সমুদয় বীজ যাতে সুষ্ঠুভাবে বিক্রি সম্পন্ন হয় তা নিয়মিত মনিটর করবেন এবং কোন আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত না হয় সে ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। এ লক্ষ্যে অঞ্চলসমূহে নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক বীজ বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ড/রেজিস্টারসমূহ যাচাই ও পরীক্ষা করবেন। বীজ বিক্রয়লব্ধ টাকা সংস্থার খাতে জমা প্রদান ও সদর দপ্তরে স্থানান্তরের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। বিভাগের অধীন অঞ্চলসমূহের বীজ বিক্রয়, টাকা জমা ও স্থানান্তর সংক্রান্ত ফসলভিত্তিক অঞ্চলওয়ারি একিভূত মাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই সদর দপ্তরের বীজ বিতরণ বিভাগে দাখিল করবেন।

১৫। কোন অঞ্চলে বীজের বিশেষ চাহিদা দেখা দিলে যথাসময়ে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ) কে জানাতে হবে যাতে সমুদয় বীজ বিক্রির স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ) মহাব্যবস্থাপক (বীজ) এর সাথে পরামর্শ করে কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত বীজের আন্তঃবিভাগ সমন্বয় ও পুনর্বিন্যাস করতে পারবেন।

১৬। অঞ্চলে বীজের চাহিদা সৃষ্টি এবং বীজ বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনে অঞ্চলে প্রদত্ত বরাদ্দের ২৫% বীজ আগ্রহী বীজ ডিলারদের নিকট এককালীন সমুদয় অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে অগ্রীম বুকিং/বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অগ্রিম বিক্রিত বীজের মূল্য কোন অবস্থাতেই ফেরৎ দেয়া যাবেনা। অগ্রিম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে বীজ ক্রয়কালীন ক্যাশ মেমোতে বীজ সরবরাহের তারিখ স্পষ্টভাবে লিখে দিতে হবে এবং বীজ ডিলারকে নির্ধারিত তারিখে বীজের সরবরাহ নিতে হবে। এক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসা রোধ এবং বীজের বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে যথাযথ বিবেচনায় রাখতে হবে।

১৭। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীবি) এর অনুমোদন ব্যতীত কোন অবস্থাতেই কর্মসূচিতে প্রদত্ত বরাদ্দ আন্তঃবিভাগ সমন্বয়/সরবরাহ/পরিবহণ করা যাবে না।

১৮। অঞ্চলাধীন জেলাসমূহের বীজ বিক্রয় অগ্রগতি পর্যালোচনা করে জেলাভিত্তিক বীজের বরাদ্দ সমন্বয় করার প্রয়োজন হলে জেলার উপপরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ) এর সাথে পরামর্শ করে তা করা যাবে। জাতভিত্তিক চাষের উপযুক্ততা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত জাত পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে তাও করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে অঞ্চলের মোট বরাদ্দ ঠিক রাখতে হবে।

১৯। বিএডিসি'র গুদাম হতে বীজ উত্তোলন করে আনার পর বীজ ডিলারগণ নিজ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে বীজের Arrival report প্রদানপূর্বক বীজ বিক্রয় শুরু করবেন এবং মৌসুমের মধ্যেই সমুদয় বীজ বিক্রির ব্যবস্থা নিবেন। ডিলার কর্তৃক এতৎসংক্রান্ত নির্দেশ পালনের বিষয়টি উপপরিচালক (বীজ বিপণন)কে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২০। ডিলারদের নিকট থেকে ডিলার পর্যায়ে বিক্রয় মূল্য ও চাষি পর্যায়ে বিক্রয়মূল্যের পার্থক্যের উপর ৩% অথবা সরকার নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন করে যথাসময়ে আয়কর অফিসে জমাদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

২১। মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, ঢাকা স্মারক নং-১০৭৮, তারিখঃ-৪ জুন ২০১৭ মূলে জারিকৃত বীজ ডিলারদের বীজ সরবরাহের নিয়মাবলি এবং ডিলারের করণীয় সংক্রান্ত নিয়মাবলি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়টি উপপরিচালক (বীবি) মনিটর করবেন।

২২। উপপরিচালক (বীজ বিপণন) ব্যক্তিগতভাবে পাট বীজের বিক্রয় ও প্রচার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণা, ডিলার ও চাষি পর্যায়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ইত্যাদি'র ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এতদবিষয়ে বীজ বিক্রয় কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী

পরিচালক/উপসহকারী পরিচালক (বীজ বিপণন)/গুদাম রক্ষকগণকে সুস্পষ্ট পরামর্শ এবং দায়িত্ব প্রদান করবেন। মৌসুমে বরাদ্দকৃত বীজ অবিক্রিত থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী সকলকে দায়ী করা হবে।

২৩। দেশি পাটবীজ বিতরণের চূড়ান্ত প্রতিবেদন ৩০/০৪/২০১৯ তারিখের মধ্যে বীজ বিতরণ বিভাগ, সদর দপ্তরে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। যদি কোন বীজ অবিক্রিত থাকে তার নিষ্পত্তির হিসাব ভিন্নভাবে (সাপ্লিমেন্টারি) দাখিল করতে হবে। কোন অবস্থাতেই বীজ বিক্রির চূড়ান্ত প্রতিবেদন অবিক্রিত বীজ নিষ্পত্তির প্রত্যাশায় বিলম্বিত করা যাবে না।

২৪। বীজের বিক্রয়দর নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করতে হবে এবং বীজ বিক্রয়কেন্দ্র ও বীজ গুদাম সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পোকামাকড়মুক্ত রাখতে হবে।

২৫। কৃষকগণ সহজে, সঠিক সময়ে এবং সংস্থার নির্ধারিত মূল্যে বীজ পান তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। বীজ বিতরণ বিভাগ বীজ বিক্রির কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটর করবে।

২৭/০২/১৯

(মোঃ ফারুক জাহিদুল হক)
মহাব্যবস্থাপক (বীজ)
বিএডিসি, ঢাকা।

স্মারক নং-১২.১৭৫.০৩৫.০১.০৬.০০৬.২০১০-১৮/ ৬৬৬ (৬৫) তারিখঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রেরিত হলো ঃ

১। মহাব্যবস্থাপক (পাট বীজ), বিএডিসি, ঢাকা। বরাদ্দ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পাট বীজ প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।
২। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (খামার/বীপ্রস/কঃগ্রোঃ/সিডিপি ক্রপ্স), বিএডিসি, ঢাকা।
৩। প্রকল্পপরিচালক/কর্মসূচি পরিচালক (বীউ/বীআমক/সব্জিবীজ/ডাল ও তৈলবীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
৪। ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি), মহাব্যবস্থাপক (বীজ) এর দপ্তর বিএডিসি, ঢাকা।
৫। যুগ্মপরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/রাজশাহী/যশোর/বরিশাল।
৬। জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিএডিসি, ঢাকা।
৭। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, মনিটরিং বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা বরাদ্দসূচি সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৭.০২.২০১৯

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ)
বিএডিসি, ঢাকা।

সদয় অবগতি জন্য অনুলিপি প্রদান করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ঢাকা।
২। পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক,.....(সকল)।
৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ...(সকল).।
৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, বীজ উইং, মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৮। সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) মহোদয়ের সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএডিসি, ঢাকা।

২০১৮ -১৯ বিতরণ বর্ষে অঞ্চলওয়ারি পাট বীজের বরাদ্দ

নং	অঞ্চলের নাম	সিভিএল ১			বিজেসি ৭৩৭০			বিনা পাট শাক-১			বিজেআরঅই দেশি পাট শাক-১			পরিমাণ: মে.টন		
		খসড়া বরাদ্দ			খসড়া বরাদ্দ			খসড়া বরাদ্দ			খসড়া বরাদ্দ			মোট বরাদ্দ		
		ভিত্তি	প্রত্যায়িত	মোট	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	মোট	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	মোট	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	মোট	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	মোট
	ঢাকা	১.০০০	২৭.০০০	২৮.০০০		০.৫০০	০.৫০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০		০.০০০	১.০০০	২৭.৫০০	২৮.৫০০
	ময়মনসিংহ	১.৫০০	১৩.৫০০	১৫.০০০		০.০০০	০.০০০			০.০০০			০.০০০	১.৫০০	১৩.৫০০	১৫.০০০
	জামালপুর	১.০০০	৯.০০০	১০.০০০		০.০০০	০.০০০			০.০০০			০.০০০	১.০০০	৯.০০০	১০.০০০
	কিশোরগঞ্জ		১০.০০০	১০.০০০		৩.০০০	৩.০০০	০.২০০		০.২০০			০.০০০	০.২০০	১৩.০০০	১৩.২০০
	টাঙ্গাইল	১.০০০	১৪.০০০	১৫.০০০	০.১০০	২.০০০	২.১০০			০.০০০			০.০০০	১.১০০	১৬.০০০	১৭.১০০
	ফরিদপুর	২.০০০	২৩.০০০	২৫.০০০		০.০০০	০.০০০			০.০০০			০.০০০	২.০০০	২৩.০০০	২৫.০০০
	চট্টগ্রাম		০.০০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০			০.০০০			০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
	রাঙ্গামাটি			০.০০০			০.০০০			০.০০০			০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
	বান্দরবন			০.০০০			০.০০০			০.০০০			০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
	নোয়াখালী		৪.০০০	৪.০০০	০.১০০	৪.০০০	৪.১০০			০.০০০			০.০০০	০.১০০	৮.০০০	৮.১০০
	কুমিল্লা	১.০০০	১৪.০০০	১৫.০০০	০.০৪৩	৯.০০০	৯.০৪৩	০.২৯৮	০.১১৯	০.৪১৭		০.৬১৬	০.৬১৬	১.৩৪০	২৩.৭৩৫	২৫.০৭৫
	সিলেট		১.০০০	১.০০০		০.০০০	০.০০০			০.০০০			০.০০০	০.০০০	১.০০০	১.০০০
	রাজশাহী		৫.০০০	৫.০০০		০.০০০	০.০০০			০.০০০			০.০০০	০.০০০	৫.০০০	৫.০০০
	পাবনা		১৫.০০০	১৫.০০০		০.০০০	০.০০০			০.০০০			০.০০০	০.০০০	১৫.০০০	১৫.০০০
	বগুড়া		৮.০০০	৮.০০০		০.০০০	০.০০০			০.০০০			০.০০০	০.০০০	৮.০০০	৮.০০০
	রংপুর	২.০০০	৩৩.০০০	৩৫.০০০		৩.০০০	৩.০০০		০.৫০০	০.৫০০	০.৩২৫		০.৩২৫	২.৩২৫	৩৬.৫০০	৩৮.৮২৫
	দিনাজপুর	১.৬৪৫	১৪.২৯৩	১৫.৯৩৮		০.৩৯৫	০.৩৯৫			০.০০০			০.০০০	১.৬৪৫	১৪.৬৮৮	১৬.৩৩৩
	খুলনা		৬.০০০	৬.০০০		০.০০০	০.০০০			০.০০০			০.০০০	০.০০০	৬.০০০	৬.০০০
	যশোর		২.০০০	২.০০০		০.০০০	০.০০০			০.০০০			০.০০০	০.০০০	২.০০০	২.০০০
	কুষ্টিয়া	১.০০০	৭.০০০	৮.০০০		২.০০০	২.০০০			০.০০০			০.০০০	১.০০০	৯.০০০	১০.০০০
	বরিশাল	১.০০০	৯.০০০	১০.০০০		৩.০০০	৩.০০০			০.০০০			০.০০০	১.০০০	১২.০০০	১৩.০০০
	পটুয়াখালী		২.০০০	২.০০০		২.০০০	২.০০০			০.০০০			০.০০০	০.০০০	৪.০০০	৪.০০০
	অঞ্চলের সর্বমোট ঃ-	১৩.১৪৫	২১৬.৭৯৩	২২৯.৯৩৮	০.২৪৩	২৮.৮৯৫	২৯.১৩৮	০.৪৯৮	০.৬১৯	১.১১৭	০.৩২৫	০.৬১৬	০.৯৪১	১৪.২১০	২৪৬.৯২৩	২৬১.১৩৩

ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান
উপব্যবস্থাপক (বীবি)
বীজ বিতরণ বিভাগ
বিএডিসি, ঢাকা।

আবু রায়হান মোঃ তারিক
ব্যবস্থাপক (বীবি)
বিএডিসি, ঢাকা।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীবি)
বীজ বিতরণ বিভাগ
বিএডিসি, ঢাকা।